আবিষ্কার গাইড ২১

আমাদের সময়ের জন্য ঈশ্বরের কোন বিশেষ বার্তা আছে কি ?

রামন উমাশঙ্কর জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ । তার গুরুজনেরা তাকে অতি শৈশবে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তিনি একজন দেবতা, আর সেই দেবত্বকে উপলব্ধি করতে তাকে যোগসাধন এবং জপ-ধ্যান অভ্যাস করতে হবে । কিন্তু কৈশোরে রামনের মনে সন্দেহ এল যে এই সব হিন্দু মন্দিরের প্রতিমা পূজার মাধ্যমে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যাবে কিনা।

রামন বাইবেল ও খ্রিস্টের দাবিগুলি নিয়ে পরীক্ষা - নিরীক্ষা শুরু করলেন । তিনি বরাবর যীশুকে শ্রদ্ধা করে এসেছেন তাঁর বিনয়ের জন্য কিন্তু এখন রামন শুনছেন যে এই যীশু নিজেকে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্ররূপে গণ্য করেন । এবং তিনি অনুভব করলেন যে, অনেক খ্রিস্টীয়ানকে দেখে মনে হয় তারা এত শান্তি পেয়েছেন যা অনেক বৎসর যোগ সাধনার ফলেও লাভ করা যায় না । তথাপি রামন নিজের হিন্দুধর্মের সত্য আবিষ্কারের জন্য স্থির থাকলেন ।

কিন্তু তারপর তিনি খ্রিস্টের জীবন -- সম্বলিত একটি ছবি দেখলেন এই প্রথম তিনি অনুভব করলেন যে, খ্রিস্ট সাধারণ মানুষের মতো ভয় ও যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন । এর আগে তিনি মনে করতেন যীশু যেভাবে হোক অলৌকিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ক্রুশীয় যন্ত্রণাকে দূর করে দিয়েছেন । কিন্তু এখন তিনি ক্রুশের বর্ণনা করতে পারেন না তিনি বিস্মিত হয়েছেন ঃ কি ভাবে যীশু এত যন্ত্রণা ভোগ করলেন -- পাপী মানুষদের জন্য ?

খ্রিস্টের মৃত্যুর উপর তাই মনোনিবেশ করেন, ততি প্রেমের ব্যাখ্যা খুঁজতে খুঁজতে রামন আপ্লুত হয়ে পড়েন । তিনি ব্রাহ্মনত্বের অধিকার ত্যাগ করে তার জীবনকে চালিত করলেন মুক্তিদাতা যীশুর দিকে খ্রিস্টের প্রাণান্তকর ভালোবাসা তুলনা করতে গিয়ে রামন বলেছেন ''সবকিছু যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে ''।

এই ব্রাহ্মণ যুবক খ্রিস্টীয়ান ধর্মের কেন্দ্রীয় সত্য আবিষ্কার করলেন ঃ যীশু, জগতের উদ্ধারকর্তা ।

১। কোন ধর্ম উদ্ধার করতে পারে ?

যীশুই পথ -- পরিত্রাণের --- একমাত্র পথ ।

''আর অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নাই, কেননা আকাশের নীচে মানুষদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোনো নাম নাই যে নামে আমাদের পরিত্রাণ পেতে হবে ।''
-- প্রেরিত ৪ ঃ ১২

বাইবেল দ্ব্যর্থহীনভাবে শেখায় যে, আমরা পাপে পতিত, তাই পাপের দন্ডভোগের যোগ্য ; যা হচ্ছে মৃত্যু (রোমীয় ৬ ঃ ২৩) । সকলেই পাপ করেছে (রোমীয় ৩ ঃ ২৩) তাই সবাই মৃত্যুবণ করবে । আর যীশু এক - একমাত্র পথ -- যিনি আমাদের পাপের অপরাধ হতে উদ্ধার করতে পারেন।

''যে কেউ পুত্রকে দর্শন করে তাতে বিশ্বাস করে যেন অনন্ত জীবন পায়, আর আমিই তাকে শেষদিনে ওঠাব ।'' -- যোহন ৬ ঃ ৪০

কেবলমাত্র একটি সত্য ধর্ম আছে ঃ

''প্রভু এক, বিশ্বাস এক বাপ্তিস্ম এক।'' -- ইফি ৪ ঃ ৫

২। শষ দিনের খ্রিস্টানদের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ বার্তা আছে কী ?

হ্যাঁ, প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ৬ - ১৬ পদের ত্রিদুতীয় বার্তা । তিনি দূসের মাধ্যমে এই বার্তা দ্বিতীয় আগমনের পটভূমিকায় ঘোষিত হয়েছে (পদ ১৪ - ১৬)

(১) প্রথম দূতের বার্তা ঃ

''পরে আমি আর এক দূতকে দেখলাম, তিনি আকাশের মধ্য পথে উড়ছেন, তাঁর কাছে অনন্তকালীন সুসমাচার আছে, যেন তিনি পৃথিবী নিবাসীদের, প্রত্যেক জাতি ও বংশ, ভাষা, প্রজাবৃন্দকে সুসমাচার জানান ; তিনি উচ্চ বই কথা বললেন, ঈশ্বরকে ভয় করো, ও তাঁকে গৌরব প্রদান করো, কেননা তাঁর বিচারের সময় উপস্থিত ; যিনি স্বর্গ , পৃথিবী, সমুদ্র ও জলের ঝরণা সকল উৎপন্ন করেছেন, তাঁর ভজনা করো।'' -- প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ৬ - ৭

যদিও তিনটি দূতের প্রতীকের মাধ্যমে এই বার্তাগুলি শাস্ত্রে নাটকীয়ভাবে চিত্রিত করেছে, তথাপি ঈশ্বরের লোকেরাই আসলে বার্তাবাহক, যারা সমগ্রজগতে সেগুলি প্রচার করেন। তারা কোন নতুন সুসমাচার প্রচার করেন না, কিন্তু সমুদয় জগতে ''অনন্তকালীন সুসমাচার'' ''প্রত্যেক জাতি, বংশ, ভাষা ও প্রজাবড়ন্দের '' কছে প্রচার করেন । যীশুর ''অনন্তকালীন সুসমাচার'' পরিত্রাণের সেই বার্তাই বহন করে, যা পুরাতন নিয়মের লোকেরা বিশ্বাসে গ্রহণ করেছিলেন (ইব্রীয় ৩ ঃ ১৬ - ১৮৯ ; ৪ ঃ ২ ; ১১ ঃ ১ - ১০) । যীশু স্বয়ং যে শিক্ষা দিতেন, সেই সুখবরই শিষ্যেরা জগৎকে খ্রিস্টে জয় করতে প্রচার করেন, আর সেই সুসমাচারই উচ্চকণ্ঠে খ্রিস্টীয়ান যুগের শতাব্দীগুলিতে প্রচরিত হয়েছে ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে এই সহজ, মুক্তিদায়ী সুসংবাদ মন্ডলীগুলি থেকে প্রায় হাজার বৎসর যাবৎ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সংস্কারকগণ এগুলি গ্রহণ করেন, ঈশ্বরের লোকেরা সমুদয় জগতে আজ তা প্রচার করছেন । প্রথম দূত একই সুসমাচারের বার্তা প্রচার করেছেন, কিন্তু এটা নতুনভাবে দত্ত হয়েছে-- বিশ্বব্যাপী --সেই সমস্ত লোকের জন্য যারা যীশুর দ্বিতীয় আগমনের প্রাক্কালে বাস করছেন ।

যারা এই সুসমাচার গ্রহণ করেন, তারা আহূত হন ''ঈশ্বরের ভয় করা এবং তাঁকে গৌরব প্রদানের'' জন্য (তাঁর চরিত্রকে প্রতিফলিত কর্যার জন্য) । তারা জগতের কাছে প্রেমময় ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রকাশ করেন বেবল কথার মাধ্যমে নয়, বরং তাদের জীবন এবং প্রগতশীল সাক্ষ্যের মাধ্যমে । খ্রিস্টের পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা করতে পারেন, সেই রোমাঞ্চ কর প্রত্যাদেশ তারা জগকে দান করেন ।

কখন এই ত্রিদূতীয় বার্তা সমগ্র জগতে প্রচারিত হবে ?

ঈশ্বরের ''বিচারের সময়'' উপস্থিত । ২৩ নং গাইডে দেখানো হয়েছে কিভাবে যীশু ১৮৪৪ সালে তাঁর আগমনের কাজ শুরু করেছেন । ঐ ১৮৪৪ সালে যীশু সমগ্র জগতের মানুষকে প্রকাশিত বাক্য ১৪ অধ্যায়ের বার্তাকে প্রচার করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন ।

এই সুসমাচার ''যিনি স্বর্গ (এবং) পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন'' (প্রকা ১৪ ঃ ৭) তাঁর উপাসনার জন্য আমাদের আহ্বান করে । ঈবর আমাদের আদেশ করেন &হয়ষঢ়;&হয়ষঢ়;বিশ্রামবারকে স্মরণ করে পবিত্র রূপে পালন করতে কারণ ছ&#৩৯;দিনে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেন । (যাত্রা ২০ ৮ - ১১) ।

১৮৪৪ সালে যখন ডারউইন বিবর্তনবাদ নিয়ে শোরগোল তুলেছিলেন, তখনই ঈশ্বর মানুষকে স্রষ্টারূপে তাঁর উপাসনা করার জন্য আহ্বান করেন । ঐ সময়েই তারাত্রি -- দূতীয় বার্তা প্রচার করতে গিয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞার সপ্তমবাসরীয় সাব্বাত আবিষ্কার করেন

এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টষার সম্মানে তা পালন করা শুরু করেন ।

(২) দ্বিতীয় দূতের বার্তা ঃ

‘‘ পরে তার পেছনে দ্বিতীয় এক দূত এলেন , তিনি বললেন, ‘‘পড়ল, পড়ল সেই মহতী বাবিল যে সমস্ত জাতিকে আপনার বেশ্যাক্রিয়ার রোষমদিরা পান করিয়েছে ।’’ -- প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ৮

দ্বিতীয় দূত সতর্ক করেছেন, ‘‘মহতী বাবিলনের পতন হয়েছে’’ প্রকাশিত বাক্য ১৭ অধ্যায়ে আত্মিক ‘‘বাবিলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে । তা হচ্ছে ধর্মভ্রষ্ট প্রকৃত খ্রিস্টীয়ান মন্ডলীর প্রতীক সাধ্বী স্ত্রীলোকটির বিরুদ্ধে তিনি বর্তমান । যে স্ত্রীলোকটি বাবিলের প্রতীক তিনি পতিতা মহিলা যিনি ‘‘ব্যাভিচারের মদিরায় সমস্ত জাতিকে মত্ত করেন ।’’ মিথ্যা তত্ত্বের মদিরা ব্যাভিচারের ন্যায় খ্রিস্টীয়মন্ডলীকে কলুষিত করেছে । দ্বিতীয় দূতের বার্তা ঈশ্বরের লোকেদের ধর্মভ্রষ্ট খ্রিস্টীয়ন শিক্ষামালাকে প্রতিহত করতে আহ্বান করেছে ।

বাবিল নানা প্রকারের ধর্মদ্রোহী খ্রিস্টানশিক্ষার মিশ্রিত রূপকে নির্দেশ করে । তিনি খুবই বিপজ্জনক, কারণ তিনি ঈশ্বরের চিত্রকে বিকৃত করে উপহাসাস্পদ করে তুলেছেন ঃ ঈশ্বর প্রতি হিংসাপরায়ণ এবং হাপিত্যেশী অথবা ঈশ্বর একজন সংবেদনশীল বৃদ্ধ পিতা, যিনি অম্লানবদনে যেকোন পাপকে সহ্য করে নেবেন । একটি সুঠামমন্ডলী ঈশ্বরের সমস্ত গুণাবলির সমতা রক্ষা করবে এবং ঈশ্বর যে প্রেম - সেই সত্যকে তাঁর বিচার এবং দয়ার সঙ্গে সমমাত্রায় প্রদর্শন করবে ।

ঈশ্বর মানুষকে বাবিল থেকে ‘‘বের হয়ে’’ আসতে (প্রকা ১৮ ঃ ৪) , অশাস্ত্রীয় শিক্ষাকে পরিত্যাগ করে খ্রিস্টের শিক্ষামালাকে অনুসরণ করতে আহ্বান করেন ।

(৩) তৃতীয় দূতের বার্তা ঃ

‘‘পরে তৃতীয় এক দূত ওদের পেছনে এলেন, তিনি উচ্চরবে বললেন, ‘‘যদি কেউ সেই পশু ও তার প্রতিমূর্তির ভজনা করে, তার নিজের কপালে কি হাতে ছাব ধারণ করচে, তবে সেই ব্যক্তিও ঈশ্বরের সেই রোষমদিরা পান করবে , যা তাঁর ক্রোধের পানপাত্রে অমিশ্রিত রূপে প্রস্তুত হয়েছে ; এবং পবিত্র দূতগণের সামনে ও মেষশাবকের সামনে আগুনে ও গন্ধকে যাতনা পারে । তাদের যাতনার ধূম যুগ পর্যায়ের যুগে যুগে ওঠে ; যারা সেই পশু ও তার প্রতিমূর্তির ভজনা করে, এবং যে কেউ তার নামের ছাব ধারণ করে, তারা দিনে কি রাত্রিতে কখনও বিশ্রাম পায় না । এস্থলে সেই পবিত্রগণের দৈর্য দেখা যায় যারা ঈবরের আসজ্ঞ ও যীশুর বিশ্বাস পালন কে ।’’ -- প্রকা ১৪ ঃ ৯ - ১২

তৃতীয় দূতের বার্তা সস্ত পৃথিবীকে দুটি দলে বিভক্ত করে । একদিকে ধর্মভ্রষ্ট খ্রিস্টীয়ানগণ, যারা ‘‘পশু ও তার প্রতিমূর্তিকে ভজনা করে কপালে বা হাতে তার চিহ্ন ধারণ করেন ।’’ অপরদিকে যারা পশুর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন, ‘‘পবিত্রগণ, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে যীশুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন ।’’

দুই বিরোধী দলের প্রভেদ লক্ষ্য করুন । পশুর ছাব ধারণ করেছেন তারা আপোষকারী উপাসক এবং মানুষের তৈরি ধারণা ও পরম্পরার অনুগামী । ‘‘পবিত্রগণ’’ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ঃ ‘‘ধৈর্যশীল’’, ‘‘ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি ’’ অনুরক্ত এবং তারা ‘‘যীশুতে বিশ্বাসী ।’’

এই ত্রিবিধ বার্তা সমুদয় জগতে প্রচারিত হবার পর যীশু মুক্তিপ্রাপ্তগণের ‘‘ফসল’’ সংগ্রহ করতে আগমন করবেন ঃ

‘‘আর আমি দৃষ্টি করলাম , আর দেখ, শুভ্রবর্ণ একটি মেঘ, সেই মেঘের উপরে মনুষ্য

পুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি বসে আছেন, তাঁর মস্তকে সোনার মুকুট ও তাঁর হাতে একটি ধারালো কাস্তে । পরে মন্দির থেকে আর এক দূত বের হয়ে, যিনি মেঘের উপরে বসে আছেন, তাঁকে উচ্চরবে চিৎকার করে বললেন, আপনার কাস্তে লাগান, শস্য ছেদন করুন ; কারণ শস্য - ছেদনের সময় এসেছে ; কেননা পৃথিবীর শস্য শুকিয়ে গেল । তাতে যিনি মেঘের উপরে বসে আছেন, তিনি আপন কাস্তে পৃথিবীতে লাগালেন -- পৃথিবীর শস্য ছেদন করা হল ।'' -- প্রকা ১৪ ঃ ১৪ - ১৬

৩। খ্রিস্টের শেষ -- কালীন মন্ডলী

আপনি কি কখনও কোন সবল, সুস্থির খ্রিস্টীয়ান দেখেছেন ? তার উপাসনা, ধৈর্য ও বিশ্বাসে এবং একই আত্মিক অভিজ্ঞতার জন্য লালায়িত অবস্থায় আপনি কি বিস্মিত হয়েছেন ? প্রকাশিত বাক্য ১৪ অধ্যায়ে ঈশ্বর আমাদের সময়ের জন্য বিশেষ সুসমাচার দিয়েছেন, কারণ এর মাধ্যমেই জন্মাবে এমন অভিজ্ঞতা ।

২৬ নং গাইডে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, প্রকা ১২ ঃ ১৭ পদ শেষের দিনের খ্রিস্টানদের চিহ্নিত করে এই হিসাবে ; যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল পালন করে এবং যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে ।'' প্রকা ১৪ ঃ ১২ পদ এই দলকেই বর্ণনা করে এইভাবে , '' পবিত্রগণ যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও যীশুর বিশ্বাস পালন কর ।''

আসুন, শেষ - কালীন খ্রিস্টীয়ানদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যাক ।

(১) তারা ''যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে ।'' তাদের বিরুদধে শয়তান ক্রোধ প্রকাশ করলেও , তারা ''যীশুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে'' তাদের বিশ্বাস নিজস্ব তৈরি নয়, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ (ইফি ২ ঃ ৮) । শেষকালীন মন্ডলী অতীব স্পষ্টভাবে খ্রিস্টকে দর্শন করে এবং অনুগ্রহে বিশ্বাসের মাধ্যমে অন্তরে বাসকারী খ্রিস্টের শক্তিতে জীবন্ত আদর্শরূপে প্রতিভাত হয় ।

(২) তারা ''যীশুর.... বিশ্বাস পালন করে '' (প্রকা ১৪ ঃ ১২) । যীশুর যে বিশ্বাস ছিল, যে বিশ্বাস তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, যে বিশ্বাসে তিনি জীবনযাপন করেছেন, তা এখন তাদের হৃদয় ভরিয়ে তোলে । তাদের কেবল সত্য আছে তা নয়, বরং তারা সত্য ''পালন'' করেন -- তারা এটা অনুসরণ করেন । ধর্ম তাদের কাছে জীবন, বিশ্বাস ব্যবহারের সঙ্গে সংযুক্ত এবং বিশ্বাস আনুগত্যের সঙ্গে সংশিষ্ট, তারা যীশুর বিশ্বাসে জীবনধারণ করছেন । তারা বাইবেলের মহৎ শিক্ষাকে আবিষ্কার করেছেন । দৈনন্দিন জীবনে সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তারা প্রগতিশীল খ্রিস্টান জীবনধারা লাভ করছেন । তারা দেখেছেন যে, বাইবেলের এই সত্যগুলি প্রেমের উন্মেষ ঘটায় এবং মানব হৃদয়ের সমস্ত চাহিদা ও অভিলাষ পূরণ করে খ্রিস্টের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করায় ।

(৩) তারা ''ঈশ্বরের আজ্ঞাসকল পালন করে ।'' -- দশ -- আজ্ঞা ঈশ্বরের নৈতিক ব্যবস্থা । তারা ঈশ্বরের প্রতিটি ইচ্ছা ও আজ্ঞাকে পালন করাতে সবার উপরে স্থান দেন । তারা নিজেদের প্রেম ঈশ্বরকে প্রদর্শন করেন এবং প্রতিবেশীদের প্রতি একই প্রেম দেখান । চতুর্থ - আজ্ঞা অর্থাৎ সপ্তম - বাসরীয় সাব্বাত শনিবারে স্রষ্টাকে সম্মান জানাতে উপাসনা করা সমেত ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞাই তারা পালন করেন ।

(৪) সমুদয় জগতে তরা ''অনন্তকালীন সুসমচার'' প্রচার করে (প্রক ১৪ ঃ ৬) । সুসমাচার ঘোষণা করে যে, যীশু আমাদের পাপের জন্য মরলেন এবং আমরা যেন তাঁর সঙ্গে মুক্তিদায়ক সম্পর্কে আসতে পারি; সেই জন্য তিনি পুনরুত্থিত হলেন । খ্রিস্টের শেষকালীন মন্ডলী প্রত্যেক স্থানে মানুষকে ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা থেকে বেড়িয়ে পবিত্র বাইবেলের সত্যকে ভিত্তি করে যীশুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছে ।

(৫) আপৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা পরিচিত, কারণ ''শস্য- ছেদনের কাল উপস্থিত, পৃথিবীর শস্য পেকে গেছে'' (প্রকা ১৪ ঃ ১৫), তথাপি নিযুত নিযুত লোক এখনো খ্রিস্টকে পাননি ।

(৬) ঈশ্বরদত্ত পরিচর্যা কাজে তারা লিপ্ত । কারণ ''মহতী বাবিল'' পতিত হয়েছে, ধর্মীয় গোলযোগে পতিত মানষদের তারা মনতি করছে, ''আমার লোকেরা ওখানথেকে বেরিয়ে এস'' (পকা ১৮ ঃ ৪) । খ্রিস্টের সঙ্গে তাদের অদ্ভূত সম্পর্কের সুখ ও অন্তরের শান্তির সহভাগিতা । তারা অন্যদের সঙ্গে করতে একান্ত ইচ্ছা করেন ।

এই সমস্ত জিনিস শেষকালীন খ্রিস্টীয়ানদের, যারা ত্রিদূতীয় বার্তায় আহূত হয়েছেন -- এমন লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে একসুরে নিয়ে আসে । তাদের আনন্দময় জীবন প্রেরিত যোহনের সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠে আহ্বান করে ঃ

''আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি তা সংবাদ তোমাদের দিচ্ছি ; যেন আমাদের সঙ্গে তোমাদের ও সহভাগিতা হয় । আর আমাদের যে সহভাগিতা, তা পিতার ও তাঁর পুত্র যীশুখ্রিস্টের সঙ্গে । আমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এই জন্য লিখছি ।'' -- ১ যোহন ১ ঃ ৩,৪

খ্রিস্ট তাঁর আত্মা ও মন্ডলীর মাধ্যমে আপনার সবকিছু সমেত তাঁর কাছে এসে আত্মোৎসর্গ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন ।

''আর আত্মা ও কন্যা (মন্ডলী) বলছেন, এস । যে শোনে, সেও বলুক এস । আর যে পিপাসিত, সে আসুক ; যে ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যেই জীবন - জল গ্রহণ করুক ।'' -- প্রকা ২২ ঃ ১৭

৪। দুটি ফসল

সর্বযুগের পরিত্রাণপ্রাপ্তদের সংগ্রহ করতে যীশু যখন আসবেন তখন ত্রিদূতীয় বার্তা চরম সীমায় পৌছাবে (প্রকা ১৪ ঃ ১৪ -১৬) । সমস্ত মুক্ত মানুষকে যীশু সংগ্রহ করে তাদের স্বর্গের প্রস্তুত করা অসংখ্য প্রসাদে পাঠিয়ে দেবেন (যোহন ১৪ ঃ ১ - ৩) । তিনি পাপ, রোগ, দুর্দশা ও মৃতুকে চিরতরে বিলীন করে দেবেন । অনন্তকাল ধরে তাঁর সঙ্গে গৌরবময় নবজীবনের সূত্রপাত করবেন পবিত্রগণ (প্রকা ২১ ঃ ১ - ৪) ।

যীশু অবশ্য তাঁর আগমনে দুষ্টদেরও শস্য সংগ্রহ করবেন ।

''পরে স্বর্গস্থ মন্দির হতে আর এক দূত বের হলেন, তারও হাতে একটি তীক্ষ্ণ কাস্তে ছিল । আর যজ্ঞবেদি হতে অন্য এক দূত বের হলেন, তিনি আগুনের উপরে কর্তৃত্ববিশিষ্ট, তিনি ঐ তীক্ষ্ণ কাস্তে দারী ব্যক্তিকে উচ্চরবে এই কথ বললেন, তোমার তীক্ষ্ণ কাস্তে লাগাও, পৃথিবীর দ্রাক্ষালতা গুচ্ছ সকল ছেদন করো, কেননা তা ফল পেকেছে । তাতে ঐ দূত পৃথিবীতে আপন কাস্তে লাগিয়ে পৃথিবীর দ্রাক্ষাগুচ্ছ ছেদন করলেন, আর ঈশ্বরের রোগের মহাকুন্ডে নিক্ষেপ করলেন । পরে নগরের বাইরে ঐ কুন্ডে তা দলন করা গেল, তাতে কুন্ড হতে রক্ত বের হল ।'' -- প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ১৭ - ২০

চূড়ান্ত ধ্বংসের সময়টা খুবই দুঃখজনক, খ্রিস্টের কাছে খুবই মর্মান্তিক ঘটনা, কারণ যারা মুক্ত হতে অস্বীকার করেছেন তাদেরকে তাঁকেই ধ্বংস করতে হবে । যীশু ''আপনার প্রতি ধৈর্যশীল, একজনও যে বিনষ্ট হয় -তা চাননি, বরং সবাই যেন মন পরিবর্তন করে '' (২ পিতর ৩ ঃ ৯)

যীশু যখন পৃথিবীতে ফসল সংগ্রহের জন্য আসবেন । আপনি কোন ফসলের মধ্যে থাকবেন ? সর্বকালের মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেদের পাকা ফসলের মধ্যে আপনি বর্তমান

থাকবেন (প্রকা ১৪ ঃ ১৩- ১৬) ? না কি পাকা দ্রাক্ষালতা গুচ্ছের সঙ্গে রোষের মহাকুন্ডে বিদ্যমান থাকবেন (পা ১৭ - ২০) ?

বিষয়টি স্পষ্টভাবে সাজানো হয়েছে । একদিকে যীশু প্রেকবিদ্ধ প্রসারিত হস্তে আপনাকে বর্তমান থাকতে অনুরোধ করছেন তাদের সঙ্গে ''যে পবিত্রগণ আজ্ঞাসকল ও যীশুর বিশ্বাস পালন করে (পদ১২) অন্যদিকে তুচ্ছ মানুষের আবেদন, সমগ্র বাইবেলের প্রতি আনুগত্য ও ঈশ্বরের সব আজ্ঞা পালন করা জরুরি নয় ।

পিলাতের বিচারসভায় একসময় জনতা এই রকমই এক বিচার্য বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন । একদিকে ছিলেন দিব্য-মানব, ঈশ - মানব জীশু । আর অন্যদিকে ১০-বারাব্বা, অসহায়, নিজেকে সাহায্য করতে ব্যর্থ অথবা সেই মর্মান্তিক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী জনতা । কিন্তু তবুও যখন পিলাতে কণ্ঠস্বর জনতার কানে পৌছাল, '' এই দুজনের মধ্যে কাকে ছেড়ে দেব ? '' ক্রোধভরা কণ্ঠে জনতার সমবেত চিৎকার, ''বারাব্বা !''

পিলাত তাদের বললেন, ''তবে যীশু , যাকে খ্রিস্ট বলে, তাকে কি করব ?''

এক স্বরে জনতর উওর, ''ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক !''

এবং তাই যীশু যিনি নির্দোষ, ক্রুশবিদ্ধ হলেন ; এবং বারাব্বা, যিনি অপরাধী, মুক্ত হয়ে গেলেন (মথি ২৭ ঃ ২০ - ২৬ পদ দেখুন) ।

আজ আপনি কাকে নির্বাচন করবেন, যীশুকে না বারাব্বাকে ? মানুষের তৈরী ধারণা বা শিক্ষাকে কি আপনি নির্বাচন করবেন, যা ঈশ্বরের আজ্ঞার ও যীশুর অনন্ত সুসমাচারের সম্পূর্ণ বিপরীত ? অথবা আপনি কী ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন ও যীশুর বিশ্বাস ধারণ'' করার ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করেন স্মরণে রাখবেন, যীশুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আপনার সমস্ত সংকট মোচন করতে, আপনাকে সমস্ত ঝামেলা থেকে উদ্ধার করতে, এবং আপনার মনোস্কামনা পূর্ণ করতে তাঁর পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ।

আবিষ্কার উত্তরপত্র - ২১

আমাদের সময়ের জন্য ঈশ্বরের কোনবিশেষ বার্তা আছে কি ?

আবিষ্কার গাইড ২১ পাঠ করে এই উওর পত্রটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন এবং আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

সঠিক মন্তব্যগুলির পাশে টিক চিহ্ন দিন

১। বিশ্বে কটি সত্য বিশ্বাস আছ ?
____ একটি ।
____ তিনটি ।

২। আমাদের সময়ের জন্য ঈশ্বরের একটি বিশেষ বার্তা আছে ; সেটি পাওয়া যাবে
____ প্রকাশিত বাক্য ১৪ঃ৬ - ১৬ পদে ।
____ বাইবেলের হারানো বইগুলিতে ।

৩। ঐ বার্তা অনুসারে, এই শেষের দিনগুলিতে ঈশ্বরের মন্ডলী
____ প্রকাশিত বাক্য ১৪ অধ্যায়ের সুসমাচারের বার্তা বিশ্বে প্রচার করে ।
____ ধর্মদ্রোহীমন্ডলীর ভ্রান্ত শিক্ষাকে প্রতিরোধ করতে ঈশ্বরে লোকেদের আহ্বান করে ।
____ যে সুসমাচার যীশু স্বয়ং প্রচার করেছিলেন, তা-ই প্রচার করতে মানুষকে আহ্বান করে ।
____ সুসমাচারে বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা সকলের প্রতি অনুগত হিসাবে বিশ্বব্যাপী প্রচারকমন্ডলী রূপে প্রতিভাত হবে ।

৪। ____ ক্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন ও পৃথিবীর শস্য - ছেদনের জন্য সক্রিয়ভাবে অপেক্ষায় থাকবে ।

আপনার গাইডের ৪র্থ পর্বটি আবার পাঠ করুন, তারপর এই মুখ্য প্রশ্নগুলির বিষয়ে বিবেচনা করবেন ঃ

এই ষেষের দিনগুলিতে আপনি কি ঈশ্বরের লোকেদের অন্তর্ভূক্ত হতে ইচ্ছা করেন ? _____

যে চতুর্থ - আজ্ঞা আমাদেরকে সাব্বত দিন পবিত্ররূপে পালন করতে নির্দেশ দেয় সেই আজ্ঞাসমেত খ্রিস্টের সমস্তাস্ত পালন কে আপনি কি খ্রিস্টকে অনুসরণ করার সংকল্প নিয়েছেন ? _____